সর্বজনীন পেনশন স্কীম এবং কর ন্যায্যতা

তারিখঃ ০১ জুন ২০২২
স্থানঃ জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

বাংলাদেশের পেনশন ব্যবস্থা এবং এর বর্তমান অনুশীলন কাঠামো

- সরকারী কর্মচারীদের পেনশন স্কীম। সরকারী আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যগন এর উপকারভোগী।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচির অধীনে বাস্তিবায়িত "বয়স্ক ভাতা" কর্যক্রম। অতি-দরিদ্র জনেগোষ্ঠী এবং মাসিক থোক অর্থ বরাদ্দ [৫০০ টাকা]

মুলত; নন-কন্ট্রিবিউটরী এবং সরকারের রাজস্ব ব্যয়ে [কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব] বাস্তবায়িত।

সর্বজনীন পেনশন স্কীম এবং সরকারের নতুন প্রস্তাবনা

আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটি কল্যানমূলক কার্যক্রম গ্রহন করার জন্য। কারন;

- সরকারের হিসাব মতেই ভবিষ্যতে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়বে। তা ২০৩০ সালে ১১.৫ মিলিয়ন এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ২১.৫ মিলিয়ন হতে পারে।
- বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই এলডিসি থেকে উত্তোরন করেছে এবং ২০৩০ সাল পরবর্তী সময়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হওয়ার পরিকল্পনা করছে।
- দেশে বিদ্যামন আয় বৈষম্য হ্রাসকল্পে সর্বজনীন পেনশন কর্মসুচি একটি ভাল কৌশল হতে পারে।

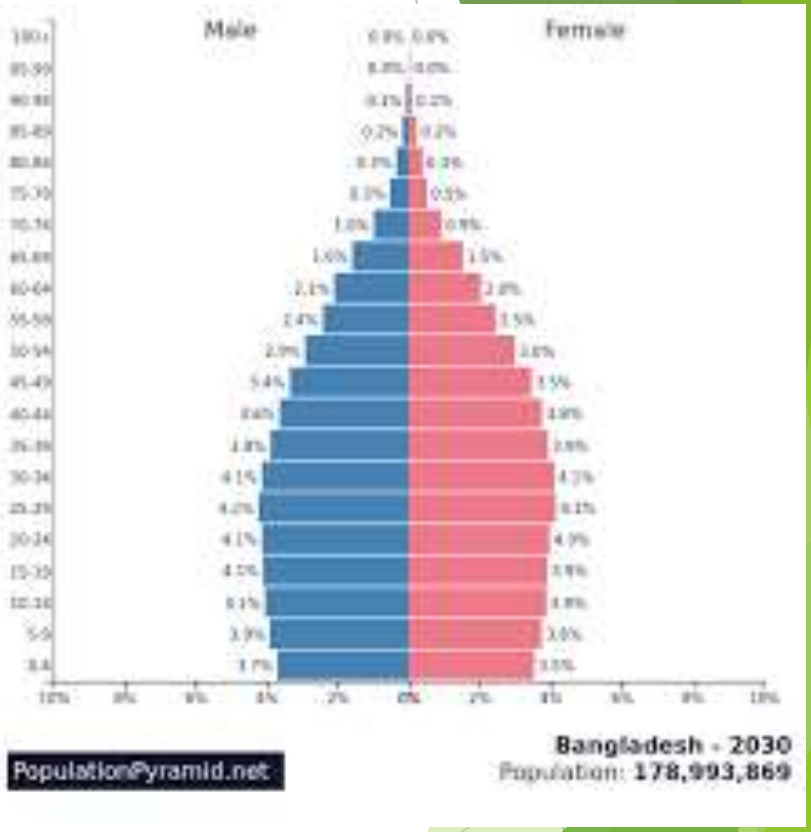

প্রস্তাবিত সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের রূপরেখা

প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

- **ব্যবস্থাপনা:** জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন'২০২২ [খসড়া] এর অধীনে কর্মসুচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি "গভর্নিং বোর্ড", "জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ" গঠন করা হবে।

  উপরোক্ত কমিটিসমুহ পেনশন কর্মসুচি বাস্তবায়নের জন্য প্রোয়জনীয় আইন ও বিধিমালা প্রনয়ণ এবং তার মাধ্যমে পেনশন কর্মসুচি বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবেন।

- **তহবিল:** পেনশনারদের প্রদত্ত চাঁদা, সরকারী অনুদানের অর্থে "সর্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিল" গঠন করা হবে। উক্ত তহবিল চাঁদাদাতার চাঁদা জমা, জমার হিসাব সংরক্ষণ, পুঞ্জিভূত অর্থের সুষ্ঠু ও নিরাপদ বিনিয়োগ এবং পেনশন প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করিবে। তথ্যের উৎস: জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন'২০২২ [খসড়া]

আমরা মনে করি বাজার ভিত্তিক পেনশন নয়, পেনশন হচ্ছে নাগরিক অধিকার এবং এটা সরাসরি রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হবে।

প্রস্তাবিত সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের রূপরেখা

অন্তর্ভূক্তিকরন ও পেনশন প্রক্রিয়া

- **অন্তর্ভূক্তি:** জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরিয়া সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতায় ১৮ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স হইতে ৫০ বৎসর বয়সী সকল বাংলাদেশী নাগরিক অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

  তবে; সরকারি ও আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতা বহির্ভুত থাকিবে।

- **কন্ট্রিবিউটরী:** অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তির পর একজন চাঁদাদাতা ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে মাসিক পেনশন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিবে।

- **পেনশন অধিকার:** বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে পেনশন পাবেন এবং তহবিলে পুঞ্জিভূত মুনাফাসহ জমার বিপরীতে পেনশন প্রদান করা হইবে।

- **পেনশন সময়কাল:** পেনশনারগণ আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করিবেন। তথ্যের উৎস: জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন'২০২২ [খসড়া]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যারা আগামী বছরই ৬০ বছর বয়স অতিক্রম করবেন। ১৮-৩০ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর শিক্ষকাল বেকারত্ব সময় কিভাবে বিবেচিত হবে ??

সর্বজনীন পেনশন স্কীম এবং আমরা সাধারন নাগরিক যা প্রত্যাশা করছি

পেনশন ব্যবস্থায় নীতিগত বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন

- সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদেরকে নয় বরং সকল করদাতাদের অন্তর্ভূক্তিও নিশ্চিত করা উচিৎ।

পেনশন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি বছর জাতীয় বাজেটের প্রায় ৫% এবং জিডিপি'র বিবেচনায় প্রায় ১% ব্যয় হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে প্রস্তাবিত অর্থের পরিমান ২৮,৩৭৩ কোটি টাকা।

সম-পরিমান অর্থ আগামী পাঁচ বছর ধরে পেনশন তহবিলে জমা করলে এবং তা কার্যকর বিনিয়োগের মাধ্যমে সকল করদাতাদেরকেই অনায়াসেই পেনশন দেওয়া সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

বর্তমান পেনশন ব্যবস্থার অর্থ করের মাধ্যমে যারা যোগান দিচ্ছেন তাদের জন্য কোন পেনশন ব্যবস্থা নাই।

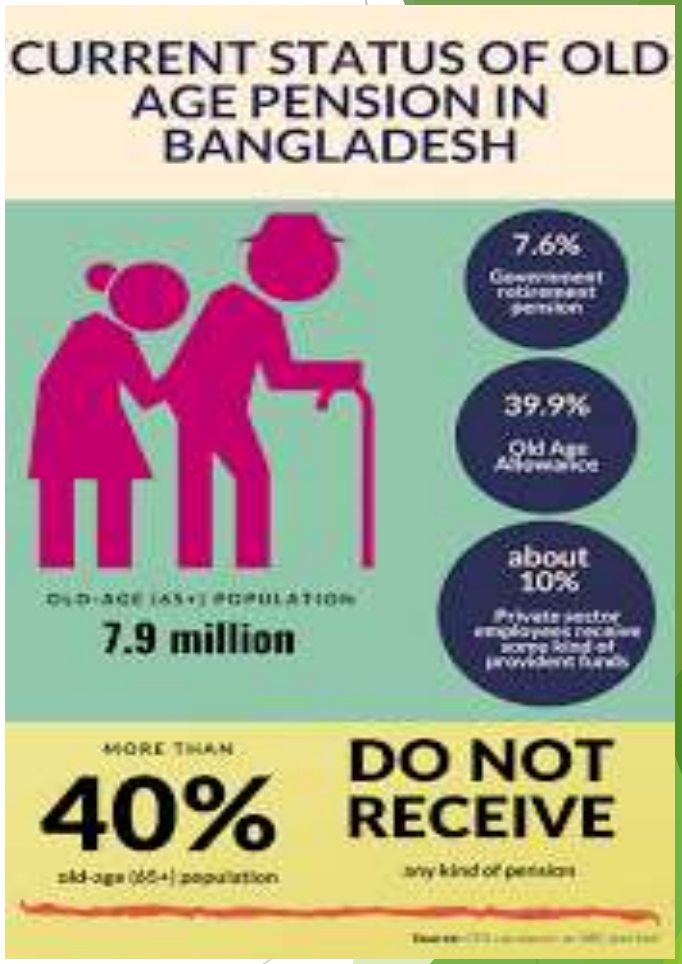

সর্বজনীন পেনশন স্কীম এবং আমরা সাধারন নাগরিক যা প্রত্যাশা করছি

পেনশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হওয়া উচিৎ অন্তর্ভূক্তিমূলক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা সম্পন্ন

- প্রস্তাবিত গভর্নিং বোর্ডের সকল সদস্যই হচ্ছে সরকারী কর্মচারী বা আমলা। আমরা মনে করি শুধুমাত্র আমলাতন্ত্র দ্বারা গঠিত গভর্নিং বোর্ড গঠন করা হলে সেক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্র সংকুচিত হতে পারে।

গভর্নিং বোর্ডরে কাঠামো হওয়া উচিৎ অন্তর্ভূক্তিমূলক যেখানে অভিজ্ঞ আমলা, জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ ও সফল শিল্প-উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদ।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এধরনের স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা সম্পন্ন অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থাই সরকারের এই সুন্দর রূপকল্পকে সফল করতে পারে বলে আমরা মনে করি।

সর্বপোরি এর বিধিমালা, কর্মপদ্ধতি প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারনের জন্য ব্যাপক জনঅংশগ্রহন ও জনমত নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

টেকসেই পেনশন কার্যক্রম অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকারের সরাসরি আর্থিক অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজন রয়েছে

- তহবিল গঠনে সরকারী অনুদান যথেষ্ঠ নয়। একটি শক্তিশালী ও টেকসই তহবিল গঠনে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ বিবেচনা করা প্রয়োজন;

ক. বর্তমান সরকারী পেনশন ব্যবস্থায় বরাদ্দকৃত অর্থের সমপরিমান অর্থ আগামী ৫-১০ বছর পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশন তহবিলে স্থানান্তর করা।

খ. আয়কর ব্যবস্থার সাথে পেনশন ব্যবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা। এ ব্যবস্থায় সকল আয়করদাতাকে পেনশনের সাথে যুক্ত করতে হবে। এর ফলে নতুন আয়কর প্রদানকারী এবং আদায়ের হার বাড়বে বৈ কমবে না। কর ন্যায্যতার দিক থেকেও যুক্তিযুক্ত।

- এখানে আয়করদাতাদের জন্য মিনিমাম পেনশনের পরিমান ঘোষনা করা থাকবে। এটাই হবে "সর্বজনীন পেনশন"।
- যদি কেউ বেশী পেনশন প্রতাশা করেন তার জন্য আলাদা নীতি থাকতে পারে।

গ. পেনশন তহবিলের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ এবং পেনশনিং নিশ্চিতকরনের বিষযসমুহের উপর সরকারকে সার্বভৌম গ্যারান্টি থাকতে হবে।

সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য নীতিমালা এবং সর্বজনীন অংশগ্রহনমূলক প্রাক্রিয়ার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতার কাঠামো প্রণীত হওয়া উচিৎ

- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন' ২০২২ (খসড়া) অনেক ধারা-উপধারা বিষয়সমুহ অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে [ধারা-০৮, ধারা ১৩-গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি]।
- জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াও একমূখী [শুধু সরকারের কাছে]। সর্বজনীন কর্মসুচির সর্বজনীন জবাবদিহতিার প্রক্রিয়াও থাকা উচিৎ।

সুতরাং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা নিম্নোক্ত সুপারিশসমুহ রাখছি;

ক. জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন' ২০২২ (খসড়া) পুন:পর্যালোচনা করা এবং ধারা উপ-ধারাসমূহ সুনির্দিষ্টকরন ও পরিমাপযোগ্যতা নিশ্চিত করা।

খ. অন্তর্ভূক্তিমূলক গভর্নিং বোর্ডরে কাঠামো প্রনয়ন করা

গ. তত্বাবধান ও মনিটরিং কাঠামো পর্যালোচনা ও উন্নয়ন করা। জাতীয় পেনশন কর্মসুচি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট [ঋণ গ্রহন, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়] অন্তর্ভূক্ত থাকার এর উপর সার্বিক মনিটরিং এর প্রেক্ষাপটে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে যুক্তকরনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা।

ঘ. কর্মসুচির অর্জনের উপর বাৎসরিক গনশুনানী আয়েজেন করা যেতে পারে।

THANK
YOU!
PM SHEIKH HASINA
ORDERS TO SET UP
AN UNIVERSAL
PENSION SCHEME